দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 OCT 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 3

174

শিক্ষাঙ্গনে

বগুড়া জিলা স্কুলের সমস্যা

জিলা স্কুলের ছাত্রদের সমস্যার সমাধান হবে কি?

বগুড়া শহরের অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাম বগুড়া জিলা স্কুল। এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে। এই স্কুলটি বগুড়া শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম সাত মাথার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

ঐক্য, শৃংখলা, শিক্ষা, মনুষত্ব— এ চারটি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অতীতে এই স্কুলের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের মহান দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। অতীতে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ও অন্যান্য বিষয়ে এ স্কুলটির সুনাম ছিল। কিন্তু নানা কারণে স্কুলটির সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে।

এই স্কুলে মোট ১২টি শ্রেণীকক্ষসহ, ১টি গবেষণাগার, ১টি লাইব্রেরী, ১টি অফিস কক্ষ, ১টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, ১টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, ১টি অফিস কক্ষ, ১টি শিক্ষক মণ্ডলীর কক্ষ, ১টি অস্থায়ী ছাত্রাবাস এবং ১টি ভাঙ্গা মসজিদসহ, মোট ২২টি কক্ষ রয়েছে। এ ছাড়া আরো ১/৩টি অকেজো কক্ষ রয়েছে এই স্কুলে।

এই স্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্বাধীনতার পর থেকে ১টি ছাত্রাবাস চালু ছিল। তবে তা মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার চালু হয়। বছর ২/১ আগে ঢাকায় জগন্নাথ হল ধসে পড়ার পর সরকারী স্কুল হিসাবে ঐ ছাত্রাবাসসহ ২/১টি অন্যান্য বিল্ডিং গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এর পর উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্ররা শিক্ষকদের নিকট তাদের অসুবিধার কথা জানানোর পর শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের জন্য নির্মিত একটি কক্ষ ছাত্রদের থাকবার জন্য দেন। সেই ছোট্ট একটি কক্ষের মধ্যে ছাত্ররা অতি কষ্ট সহ্য করে পড়াশুনা করছে।

প্রভাতী ও দিবা শাখার মোট ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১৩০০। অথচ ছাত্রদের বসার ডেস্ক রয়েছে মাত্র ৮০০টি। বগুড়া জিলা স্কুলে ছাত্র ভর্তি হবার নিয়ম ছিল আগে জানুয়ারীতে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সাড়া বছরেই ছাত্র ভর্তি হয় এই স্কুলে। এই নিয়ম চালু হয়েছে বছর দু'য়েক হলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার বর্তমানে জিলা স্কুলে ছাত্র ভর্তি হতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় না। যারা জানুয়ারীতে ভর্তি হয় শুধু তাদেরই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। নিয়ম অমান্য করে প্রায় প্রতি মাসেই বগুড়া জিলা স্কুলে ২/১ জন শিক্ষক এইসব ছাত্র ভর্তি করে চলেছেন। এইসব ছাত্রদের ফলে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদের কষ্ট করে এই প্রচ্চণ্ড গরমের মধ্যে চাপাচাপি করে শ্রেণীকক্ষে বসতে হয়। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য দেখা যায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা যখন বিজ্ঞান ক্লাশ করে। এক কক্ষে প্রায় ১২৫ জন ছাত্র। ৩ সেকশনের ছাত্রদেরকে মিলিত করে ১ কক্ষে বসিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাশ করতে হয়।

বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে না। একেতো শিক্ষকের সংখ্যা কম তার মধ্যে মাঝেমধ্যে শিক্ষকদের জিলা স্কুল থেকে অন্যত্র বদলী করার নির্দেশ আসে। যে শিক্ষককে বদলী করা হয় তার স্থানে কিন্তু কোন শিক্ষক আসেন না। গোটা জিলা স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক মাত্র ২/৩ জন। আর এই ২/৩ জন শিক্ষককেই ৯ম-১০ম শ্রেণীর ক্লাশ নেয়া ছাড়াও অন্যান্য ক্লাশও নিতে হয়। ছাত্র সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন বিজ্ঞান গবেষণাগারে ছাত্ররা প্রবেশ করতে পারে না। স্কুলের গবেষণাগারটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

স্কুলের ২/১ জন শিক্ষক তাদের নিজেদের ইচ্ছামত সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করেন। কেউ নবম-দশম শ্রেণীর ভূগোল ও বাণিজ্যিক গণিত নিয়ে থাকেন। কিন্তু ছাত্রদেরকে কোন পড়া বুঝিয়ে দেন না। পূর্বে জিলা স্কুলে বাণিজ্যিক বিভাগ ছিল, কিন্তু শিক্ষকের অভাবে বাণিজ্যিক বিভাগ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

খেলাধুলায় বছর দু'য়েক আগে পর্যন্ত জিলা স্কুলের মান রাজশাহী বিভাগের মধ্যে ভাল ছিল। কিন্তু বর্তমানে নেই বললেই চলে। এই স্কুলের খেলাধুলার ফাণ্ডে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। বছর তিনেক আগে এই স্কুলের কমন রুমে দাবা, টেবিল টেনিস, কেরাম ইত্যাদি ছিল। আজ তার একটিও নেই। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত এই স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো নিয়মিতভাবে। এখন আর হয় না। বর্তমানে জিলা স্কুলের এই অব্যবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক— এটিই অভিভাবক মহলের প্রত্যাশা।

—মোঃ মতলোব আলী